দৈনিক বাংলা

তারিখ 05 DEC 1991
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

ঐতিহাসিক পদক্ষেপ

প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার সভানেত্রীত্বে মঙ্গলবার দেশের ১৪টি রাজনৈতিক দল শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস, হিংসা রক্তপাত ও হানাহানি অবিলম্বে এবং চিরতরে বন্ধ করে শিক্ষার সুষ্ঠু ও সুন্দর পরিবেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে বৈঠকে সর্বশেষ ৭ দফা প্রস্তাব সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছে। এই সাত দফা প্রস্তাব হচ্ছেঃ (১) ছাত্রদের মধ্যকার সংঘাত ও সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী অংশকে হিংসার রাজনীতি থেকে চিরতরে বিরত থাকার আহবান। (২) সন্ত্রাসী শক্তিগুলোর ভবিষ্যৎ যে কোন অপচেষ্টা আন্তরিকভাবে ও সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিহত করা। (৩) প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক আইনের শাসনের নীতি অনুসরণ করে কঠোর নিরপেক্ষতার সঙ্গে আইন প্রয়োগের মাধ্যমে সকল সন্ত্রাসী তৎপরতা দমনে দলগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় নির্বিশেষে সরকারের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং তার সঙ্গে অন্য সকল দলের পূর্ণ সহযোগিতার সংকল্প ঘোষণা। (৪) কোন অপরাধীর বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা অথবা শাস্তি বিধান করা হলে কোন দলই সেই অপরাধীর প্রতি কোনরূপ সমর্থন বা সহযোগিতা প্রদান করবে না। (৫) শিক্ষাঙ্গনে শান্তিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে সব ধরনের অছাত্রদের কোন ছাত্রাবাসের বাস করতে দেওয়া রহিতকরণ। (৬) শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারী ব্যক্তিদের কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্রসংগঠন কখনও আশ্রয় দেবে না। অস্ত্রধারীদের পরিচয় উদঘাটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সকল দলই তাদের রাজনৈতিকভাবে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করবে এবং (৭) শিক্ষাঙ্গন অস্ত্রমুক্ত করার সকল প্রয়াসের সঙ্গে সার্বিক সহযোগিতা করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষের প্রতি আহবান। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস রোধে এই সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য আমরা সংশ্লিষ্ট সকল রাজনৈতিক দলের প্রতি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই।

শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস এখন একটি জাতীয় সমস্যায় পরিণত হয়েছে। শিক্ষার পবিত্র অঙ্গনে হানাহানি, রক্তপাত বন্দুকবাজি, খুন, রাহাজানি গোটা জাতিকেই আজ শংকিত ও উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। অথচ এর সঙ্গে জড়িত ছাত্রদের এক অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ। দেশের রাজনৈতিক দল, শিক্ষক–ছাত্র সমাজ, অভিভাবকবৃন্দ সবাই এখন এই সন্ত্রাসের নির্মম শিকার। এ কারণে এখনও এক শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তালা ঝুলছে। সেশনের পর সেশন জট বেঁধে যাচ্ছে, ৪ বছরের পড়াশোনা শেষ হতে ৮/৯ বছর পর্যন্ত লেগে যাচ্ছে। এ রকম একটা পরিস্থিতিতে দেশে সর্বস্তরের মানুষের দাবীঃ শিক্ষাঙ্গন থেকে সন্ত্রাসের মূল উপড়ে ফেলতে হবে, সেখানে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর অঙ্গ সংগঠনই প্রায় সকল ছাত্র সংগঠন। সেক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর এই ঐকমত্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস বন্ধে এটা একটা বিরাট পদক্ষেপ।

তবে ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, পারস্পরিক দোষারোপের মধ্য দিয়ে এই সন্ত্রাসের প্রক্রিয়া দীর্ঘায়িত হয়েছে। বর্তমান সিদ্ধান্তে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, দেশের ভবিষৎ প্রজন্ম গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি রাজনৈতিক দল যদি আন্তরিক হন, যদি তাদের প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি পালনে দৃঢ়সঙ্কল্প হন, তা হলে এ আয়োজন অবশ্যই সফল হবে। এ দেশের সাধারণ মানুষ দেখতে চান যে এই প্রস্তাব নিতান্ত একটি কাগুজে প্রস্তাব থাকবে না, সকল দল তাদের ওয়াদামাফিক কাজ করবেন।

শিক্ষাঙ্গনে অস্ত্রধারী ও মাস্তানদের যে কোন রাজনৈতিক আদর্শ নেই সে কথা বারবার প্রমাণিত হয়েছে। যখন যে দলের প্রোটেকশন পাওয়া যায়, তখন তারা সে দলেরই পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছে। তাই স্বাধীনতার পর থেকে বারবার লক্ষ্য করা গেছে যে, চিহ্নিত সন্ত্রাসীরা আজ এ দলের রাজনৈতিক স্লোগান নিয়ে মাঠে নেমেছে, কাল আবার সম্পূর্ণ বিরোধী কোন দলের স্লোগান দিয়ে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। তারা কখনও ক্ষমতাসীন দল কখনও বা বিরোধী দলের আশ্রয়ে প্রশ্রয়ে তাদের সন্ত্রাসী তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। সে কারণে অস্ত্রধারীদের কোন রাজনৈতিক দল বা ছাত্র সংগঠন কখনও আশ্রয় দেবে না এবং অস্ত্রধারীদের পরিচয় উদঘাটিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সকল দল তাদের রাজনৈতিকভাবে পরিত্যাজ্য ঘোষণা করবে বলে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে প্রশাসন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কঠোর নিরপেক্ষতা ও গোষ্ঠীগত পরিচয় নির্বিশেষে সন্ত্রাসী দমনের ব্যাপারে কাজ করতে দেয়ার যে সংকল্প ঘোষণা করেছেন সকল রাজনৈতিক দল তাও জনসাধারণের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আজ যাকে সন্ত্রাসের নায়ক বলে গ্রেফতারের দাবী জানাচ্ছি, কাল যেন তাকে জননায়ক বলে মুক্তির দাবী না করি। অথচ এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে। কিন্তু গত মঙ্গলবার রাতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন কক্ষে সন্ত্রাস দমনে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তাকে আমরা ঐতিহাসিক ঘোষণা বলেই অভিহিত করতে চাই। রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে এই গণতান্ত্রিক এবং গণমুখী চেতনার ধারা অব্যাহত থাকলে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস নির্মূল যেমন সম্ভব, তেমনি গণতন্ত্রও পাবে স্থায়ী ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ। এ ধরনের একটি সফল সম্মেলনের আয়োজন করার জন্য আমরা প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং ক্ষমতাসীন বিএনপি সরকারের প্রতিও আমাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি।